সমকাল

20 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

রাবি শিক্ষক তানভীরের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড়

ভিডিও ধারণ করে ছাত্রীকে ব্ল্যাকমেইল

■ সৌরভ হাবিব, *রাজশাহী ব্যুরো*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তানভীর আহমেদের বিরুদ্ধে একই বিভাগের শিক্ষক ও তার সাবেক স্ত্রী আকতার জাহান জলির আত্মহত্যায় প্ররোচনাই শুধু নয়, ছাত্রীদের সঙ্গে যৌন কেলেঙ্কারিসহ একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে। অভিযোগের মধ্যে নাবালক ছেলের গলায় ছুরি ধরা, ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম, ভিডিও ধারণ ও তাদের ব্ল্যাকমেইল করা ইত্যাদি। প্রয়াত শিক্ষক জলির সহকর্মীরা এবং ভুক্তভোগীরা লিখিতভাবে এসব অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে। এসব অভিযোগ তদন্ত করতে সাত সদস্যের একটি কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গত ৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষকদের আবাসিক ভবন জুবেরিতে নিজ কক্ষে জলির লাশ উদ্ধার করা হয়। এরপর তানভীর আহমেদের বিরুদ্ধে জলির আত্মহত্যায় প্ররোচনাসহ বিভিন্ন অভিযোগ সামনে চলে আসায় ২২ সেপ্টেম্বর বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভায় নিজেকে প্রত্যাহার করে নেন তানভীর।

তানভীরের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সভাপতি ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে বলেন, 'একাডেমিক কমিটি খোঁজ-খবর নিচ্ছে। মামলাও তদারকি করছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকায় তিনি নিজেই একাডেমিক কার্যক্রম থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী অভিযোগ করেছেন, 'তানভীর আহমেদ কয়েক বছর আগে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এরপর অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি ধারণ করে দিনের পর দিন তাকে ব্ল্যাকমেইল করতে থাকেন। ওই সময় তিনি আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন।'

ওই শিক্ষার্থী সমকালকে বলেন, 'যখন জানতে পারি তানভীরের সঙ্গে অনেক মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক আছে, তখন সরে আসার চেষ্টা করি। ভালো সম্পর্ক থাকার সময় আমাদের কিছু ভিডিও ধারণ করেছিলেন তানভীর আহমেদ। পরে এটা নিতে গেলে তিনি হুমকি দিতে থাকেন। হুমকি দিয়ে তিনি বলেন, যখন ডাকি তখনই আসতে হবে। না এলে ছাত্রলীগের হাতে হাতে ভিডিও দিয়ে দেব। তোমার বাবার কাছে পাঠিয়ে দেব। এটা তিনি মজা করেও বলেননি, সিরিয়াসলি বলেছেন। তখন তার ফোন এলে এতটাই আতঙ্কের মাঝে থাকতাম যে, রীতিমতো আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলাম।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, 'শিক্ষক জলিকে গালাগালি, অপমান, অন্য মেয়েদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলাসহ অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে তানভীরের বিরুদ্ধে। রীতিমতো মোটা একটি ভলিয়ম জমা পড়েছে। এসব অভিযোগ সাত সদস্যর একটি কমিটি তদন্ত করে দেখবে।'

তদন্ত কমিটির প্রধান প্রাণিবিদ্যা বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. সেলিনা হোসেন বলেন, 'তদন্তের চিঠি পেয়েছি। শিগগির তদন্ত শুরু হবে।'

তবে ফোনে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেন, 'এসব অভিযোগ সত্য হলে আকতার জাহান তার তালাকের কাগজে এসব লিখে তালাক দিতেন। উনি তালাকের কাগজে এসব খারাপ কথা কিন্তু লেখেননি।' ছাত্রীর সঙ্গে ভিডিও ধারণ ও ব্লাকমেইলের বিষয়ে তিনি বলেন, 'এসব অভিযোগ সত্য নয়। অভিযোগ থাকলে উপাচার্য আমাকে শোকজ করবেন। আমি জবাব দেব। এসব শোনা কথায় কান দিতে হয় না।'

এদিকে জলির মৃত্যুর ৪০ দিন পার হলেও তার ভিসেরা রিপোর্ট এখনও আসেনি। নগর পুলিশের সহকারী কমিশনার (এসি) সুশান্ত চন্দ্র রায় বলেন, 'শিক্ষক আকতার জাহান জলির সুইসাইড নোট, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপসহ সব আলামতই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ভিসেরা রিপোর্ট এলে তার মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা তা জানা যাবে।'